দেবাশিস মল্লিক

ট্রুথ এপিসোড

১

আমাদের যা যা রয়ে গেছে,
যা যা লিভিং ফসিলের মতো এবং
যা যা চলে গেছে— তার মাঝখানে আড়াল, পিছনে হাড়নুড়ির পাহাড়,
সামনে 'ফেক' একটা নদীর মতো সাপ বা সাপুড়ে নদী,
তার ভিতরে জল, জলের ভিতরে বিষ এবং রক্তঘাম।
সত্য বর্ষিত হচ্ছে দশদিকে।
'বাবা' নামক একটা কনসেপ্টের উপর মা'র কখনও কোন আবেশ দেখিনি,
'মা' নামক একটা জেনেটিক ঋদ্ধতার আত্মহত্যার কারণও আমার
জানা নেই। ছিল না কখনও...
সত্য মে বি জয়তে...
ভুল। ভুল। ভুল। ডিপ্রেশনে থাকা একটা মানুষ দড়িকেই আত্মহত্যা ভাবে,
অথবা স্লিপিং পিল অথবা আড়াআড়ি সরে সরে যাওয়া ট্রেন লাইন;
মৃত্যু এবং লগ ইন
চিরকাল ডেটা অন রেখে চলা প্রকৃতির সামান্য এম.বি লস।

২

আমার জন্ম হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর আগে। জন্মকালীন কার্নিস
ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় দেওয়াল এল,
কার্নিসের দেওয়াল!
অনেকটা জলের প্রতিবিম্বের মতো কিংবা সত্যের...
আমাদের কেমোথেরাপির নূন্যতম বেঁচে থাকাকে ঘিরে
জমে উঠল সো কল্ড সোসাইটির বায়োটিক আর অ্যাবায়োটিক মিথোষ্ক্রিয়া,
'গণতন্ত্র' নামক একটি অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয়তা
আমাদের ঘিরল। বলল। ভয় কাটানোর ভয় দেখাল।
গণতন্ত্রের পাশ দিয়ে হাইড্রেনের মতো তরলাকারে গড়াতে গড়াতে
মনে হল, একটা অদৃশ্য কাঁটাতার রয়েছে! যার এপার-ওপারে—
এফ.আই.আর লেখা শুরু হয়
নির্দিষ্ট কিছু ফোন সেরে নেওয়ার পরে...

৩

ভূতফান্ডে টাকা দিতে হয় আমাদের। আগেও হত।
গরিবের মসিহাবৃত্তি করা কয়েকজন বন্যা-খরা, মেঘ-নির্মেঘ,

ভূমি ভাঙন-ভূমি কাঁপনের নামে রাতারাতি... পতি হয়ে গেছে।
খানদানি নির্বাচনের আগেই যোগ্যতমের উদবর্তন হয়ে যায়,
এসব ব্যাপারে 'সত্য' মাথা গলায় না—
ছাত্র শিক্ষককে অমুকের বাচ্ছা বললেও সত্য নীরব থাকে।
সেইসব সুকুমার বৃত্তিগুণে ভূষিত ছাত্র-ছাত্রীর আত্মীয় পরিজন,
মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট শব্দগুলির সাথে পরিচিত।
তারা ত্রৈরাশিক বোঝে না, অপনয়ন কিংবা নিউটনের তৃতীয়
গতিসূত্র! বোঝে তো শুধু বাস্তুরীতি— খাদ্য-খাদক। সেই
কারণেই হয়তো প্রথম শ্রেণির মিডিয়ারা সাপ অথবা ব্যাঙের
কোনো বিজ্ঞাপন পায় না!!!

৪
আমি চায়ের দোকানে কাজ করি। দুই বাই চার। ফুটপাথ।
উল্টোদিকে একটা বেঞ্জ কিছুদিন আগে চাকায় হাড়মাংস লাগিয়েছিল।
আমি তার চশমদিদ গাওয়া।
আমার পাশের দোকানের হরিকাকা পরশু বলছিল ও নাকি
এম.এল.এ-র ভাইকে রেপ করতে দেখেছে। হরিকাকার পরের
দোকানের অতসী মাসির মেয়ে যে বাড়িতে কাজে যায় সে বাড়ির
বউকে... আগুনে...!
আমরা অ্যান্টাসিডে গুলে খেয়েছি সত্য। সে আমাদের কাজে জবাবদিহি
চায়নি। মনের চেয়ে বড়ো ন্যাপকিন আর কিচ্ছু হয় না,
রাস্তার প্রতিটি খানাখন্দ কিংবা হরিকাকার গ্রামের পাটখেত
কিংবা আগুনের দানা দানা শোকেরা জানে
সত্য মে বি...

৫
আমাদের এরিনায় বাস অ্যাক্সিডেন্ট সত্য, স্ট্রোক সত্য,
এইচ.আই.ভি সত্য, ফ্যালসিফেরাম সত্য, কুড়ি টাকা আলু কিংবা
আশি টাকার পেঁয়াজ সত্য, কৃষকের মরে যাওয়া সত্য,
আধার কার্ড সত্য, টোল ফ্রি নম্বর সত্য, ওয়ারিশন সার্টিফিকেট সত্য,
সানি লিওন সত্য, ফেসবুক সত্য, ফেসখাতা সত্য, ত্রাণশিবির সত্য,
পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ সত্য, গোপন জবানবন্দী সত্য, ৪২০বি
সত্য, সপ্লিন্টার সত্য, খাঁচাগাড়ি সত্য, জাপানি অয়েল সত্য, ডি.এ
সত্য, ডাকবাক্সে পড়ে থাকা ইন্টারভিউ লেটার সত্য, সিসিটিভি
ফুটেজ সত্য, রিগিং এর অধিকার সত্য, মেট্রোয় ঝাঁপ সত্য, ১০০

নট রিচেবেল সত্য, কলড্রপ সত্য, রাস্তার উপর প্যান্ডেল সত্য,
বৃদ্ধাশ্রমের বাড়বাড়ন্ত সত্য, শব্দবাজি সত্য, ভাজা সিমকার্ড সত্য,
বিপজ্জনক কয়লা খাদান সত্য, বন্ধ হওয়া কারখানা সত্য, ট্রাফিক
জ্যাম সত্য, বাদুড়ঝোলা সত্য, ভর্তুকি সত্য, গঙ্গাদূষণ সত্য, পলিথিন
সত্য, নিয়তি সত্য, রাজাভাতখাওয়ার মাথা মোটা হাতিরা সত্য, হাইকোর্ট
সত্য, মা-আনবিক বিদ্বজ্জন সত্য, রেল রোকো সত্য, বনধে
মাইনে কাটার ইচ্ছা সত্য, খাও সত্য, মাও সত্য, মিঁয়্যাও সত্য, ইনসুলিন
সত্য, দুর্বল সত্য, করপোরেট হিউমিলিয়েশন সত্য এবং সত্য টাকা
মাটি, মাটি টাকা...

৬

এসবের পাশাপাশি পড়ে থাকে গরিব টিউশন মাস্টারের ছাত্র তৈরির
যাদুকাঠি, ঘুমন্ত শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস, বয়স্ক হাতুড়ে ডাক্তারের পাঁচ
টাকা ভিজিট, পুরোনো জং ধরা চাষি বাড়ির হাল, দেবব্রতকে লেখা
মিষ্টির চিঠি, তারে শুকনো করতে দেওয়া সাদা ওড়না, কেটে যাওয়া
ঘুড়ি, নবান্নের পায়েস, রথের জিলিপি, ঠাকুর্দার কালো ফ্রেমের চশমা,
শিববাবুর ফটাস ফটাস জুতোর শব্দ, রোদ পোহানো আল কেউটে,
মাছ লজেন্স, গুড়কাঠি, বাবুইয়ের বাসা, ভাগাড়ের শকুন, কাতলা
গেলা ডোঁড়বড়শি, গুলিঘর, সাপলুডো, পলো, হ্যারিকেনের আলো, বর্ষার কাদা,
ইতুপুজো, আকাশপ্রদীপ, ছাই দিয়ে বাসন মাজা,
ধানসারা কুলো, আধহাতি ঘোমটা, রতিকাণ্ড'র ঊনসত্তর বছর আগে
বিধবা হওয়া ঠাকুমা, পানছাঁচা, হামানদিস্তা, ব্যাঙবাজির খোলাম,
মাচাভরা সীম, চালভরা লাউ, খেয়ামাঝি এবং... এবং... একটুকরো
নিশ্চিন্ত অন্ধকার!

৭

কনফিউজড্ সত্য এসবেরই কোনো প্রতিক্রিয়া দেয় না। তার কোনো পেড
চ্যানেল নেই। আমার পাঁচ বছরের মেয়ে। তাকে আমি কীভাবে শেখাব,
— ঐ দ্যাখ সত্য। যা জাস্ট লুটে নে...!!!